Department of Bengali
Patna University
Subject - Bengali
CC- 10 , Unit -3

Topic - Novel in Bengali literature(বাংলা সাহিত্য উপন্যাস)
Teacher - Dr. Sagar Sarkar.

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

অথবা

ঔপন্যাসিক হিসেবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬-১৯৩৮) কৃতিত্ব আলোচনা করো।

বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারায়
মোটামুটি দুটি পয়েন্ট অফ ভিউ point of view থেকে উপন্যাসিক শরৎ চন্দ্রের অবদান কে আমরা নির্ধারণ করতে পারি।প্রথমত দেখা দরকার পূর্বতন উপন্যাসের ঐতিহ্য থেকে শরৎচন্দ্র কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন তাঁর উপন্যাস কে।এবং দ্বিতীয়তো তার এই এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টাতে কতদূর সীমাবদ্ধতা ধরা পরল উত্তরসুরী গণের দৃষ্টিতে। তবে তার আগে তাঁর উপন্যাস সমূহের কিছুটা পরিচয় নেওয়া দরকার।

তার উপন্যাস গুলি হল নিম্নরূপ-

বড়দিদি (১৯১৩)বিরাজবৌ(১৯১৪) পরিণীতা ১৯১৪)পণ্ডিতমশাই(১৯১৪) পল্লীসমাজ(১৯১৬) চন্দ্রনাথ(১৯১৬) বৈকুন্ঠের উইল(১৯১৬) অরক্ষণীয়া (১৯১৬)নিষ্কৃতি(১৯১৭) শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব(১৯১৭) দেবদাস(১৯১৭) চরিত্রহীন(১৯১৭) শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব(১৯১৮) দত্তা (১৯১৮) গৃহদাহ(১৯১৮) বামুনের মেয়ে(১৯২০) দেনাপাওনা(১৯২৭) নববিধান(১৯২৫) পথের দাবী(১৯২৬) শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব (১৯২৭)শেষ প্রশ্ন(১৯৩১) শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩)বিপ্রদাস(১৯৩৫) শুভদা(১৯৩৮) শেষের পরিচয়(১৯৩৯।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গুলি কে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

১. সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক বৈচিত্র বিষয়ক।
২. প্রেম বৈচিত্র বিষয়ক।
৩. তত্ত্ব প্রধান মূলক উপন্যাস।

প্রথম দুটি ধারায় তাঁর উপন্যাসের সর্বাধিক প্রবাহিত হয়েছে। শেষে ধারাটি শুধু তার জীবনের শেষ দিকের কয়েকটি উপন্যাসে দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের সর্বপ্রথম রচনা "বড়দিদি"।এই প্রথম রচনাতেই তিনি নেমে আসেন একেবারে সাধারণ নর-নারীর জীবন ভূমিতে। সেই কারণে এখানে গণিকা জীবনকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, "বড়দিদি" উপন্যাস এই উপন্যাসে প্রেমের অভাবিত আকস্মিকভাবে পরিচয় দিয়েছেন।এই আকস্মিকতার দুটি ঢাকবার জন্য তাকে এখানে অনেক কৃত্তিমতার প্রশ্রয় দিতে হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস গুলির মধ্যে অন্যতম হলো পল্লীসমাজ। উপন্যাসটির দুটি উপজীব্য: ১. রমা রমেশের প্রেম সম্পর্ক। ২. পল্লী সমাজের বাস্তব চিত্র।কিন্তু প্রথম বিষয়টি একান্তভাবেই দ্বিতীয় বিষয়টির উপর নির্ভরশীল। যে কারণে উপন্যাসটিকে সামাজিক উপন্যাস বললে ভুল হয় না।এখানে সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে উপন্যাসিক যেমন তার বাস্তব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি ভাবে প্রেম সম্পর্ক রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি আবেগমথিত করুণাময় সহানুভূতি প্রকাশ ঘটিয়েছেন।শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" ও "চরিত্রহীন" উপন্যাস দুটিতে বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ প্রেম অবতারণার জন্যই গণিকা চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয়েছে। "দেবদাস" উপন্যাসের প্রেম পাত্রী পার্বতীর অন্য জায়গায় বিবাহ হয়ে যাওয়াতে, হতাশ প্রেমিক আশ্রয় প্রশান্তি লাভের আশায় গণিকা চন্দ্রমুখীর গৃহ যাতাযাত আরম্ভ করে। দেবদাসের শোচনীয় পরিণতি এই উপন্যাসের মূল বিষয়। এবং এই পরিণতির অশ্রুসজল তা খুব সহজেই পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে।"চরিত্রহীন" উপন্যাসের কাহিনী প্রধান অংশ সতীশ এবং মেসের ঝি সাবিত্রী পারস্পরিক সম্পর্ককে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।কিন্তু সাবিত্রী এখানে যেন দেবীর মত হয়ে গেছে যার যথার্থ কারণ চরিত্রটি পূর্ণ জীবনের বিবরণ এর অভাবে আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।অন্যদিকে উপন্যাসটির আরেকটি প্রধান চরিত্র কিরণময়ী স্বভাবের সর্বাপেক্ষা বিপরীতমুখী বিন্দু গুলির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য উপন্যাসে আমরা পাইনা।কিন্তু এসব অসঙ্গতি সত্ত্বেও উপন্যাসটি পাঠকসমাজে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছে এখানে শরৎচন্দ্রের প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ ঘটেছে বলে।

" দেনা পাওনা" উপন্যাসের বিষয়ে কিছুটা অভিনব।এর নায়িকা ষোড়শী ভৈরব মন্দিরের নিষ্ঠাবতী পূজারিণী এবং নায়ক জীবানন্দ প্রায় ভিলেনের স্বভাবে বিশিষ্ট। কিন্তু এই অভিনব তা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানেও শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগ সমন্বিত প্রেমের প্রকাশ ঘটে গেছে।সেবার মধ্য দিয়ে ষোড়শীর প্রেম জেগে ওঠে নায়ক-নায়িকার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এখানে। আমরা সেই প্রেমেরই প্রভাবে জীবানন্দ সমস্ত শয়তানি দূরীভূত হয়ে শেষ যথার্থ প্রেমিক হয়ে উঠেছে।

নিষিদ্ধ প্রেম নিয়ে শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ রচনা "গৃহদাহ"উপন্যাস খানি। উপন্যাসটিতে মহিম ও সুরেশ এর প্রতি যুগপৎ আকর্ষণে এখানে অচলা শেষ পর্যন্ত দোলাচল চিত্ত থেকেছে। সুরেশের প্রতি অচলার নিষিদ্ধ প্রেমের আকর্ষণ নেই এখানে গৃহদাহের আন্তর কারণ।এবং উপন্যাসের শেষে মহিমের শিক্ষায় মৃণাল অচলাকে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত যেন গৃহদাহের আগুন জ্বলতে থেকেছে অচলা, মহিম সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে গেছে সুরেশ।

চার খণ্ডে সমাপ্ত "শ্রীকান্ত" উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। উপন্যাস শরৎচন্দ্রের জীবন ভাষ্য।এই উপন্যাসে প্লটের কোন নিটোল বন্ধন নেই বরং টুকরো

টুকরো এপিসোড এর আকারে এখানে সমগ্র কাহিনীকে পরিবেশন করা হয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন এপিসোড গুলির মধ্যে মালা বর্ধনকারী একমাত্র সূত্র হয়ে থেকেছে শ্রীকান্ত চরিত্রটি। বিষয়ও আঙ্গিক দুই দিক থেকেই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

"পথের দাবী", "শেষপ্রশ্ন" "বিপ্রদাস" শরৎচন্দ্রের তত্ত্ব প্রধান উপন্যাস। কিন্তু তত্ত্ব গুলি যেন উপন্যাসে জুড়ে রয়েছে। সপ্রাণ সম্পর্কে উপন্যাস দেহের অঙ্গীভূত হতে পারেনি। উপন্যাস গুলিতে শরৎচন্দ্র যেন আধুনিক মননকে স্বীকরণ করতে চেয়েছেন।কিন্তু সেই স্বিকরণ যতটা বুদ্ধি নির্ভর হয়েছে ততটাই উপন্যাসিকের কল্পনার রসায়নে জারিত হতে পারেনি।

বাংলার সাধারণ পাঠকের কাছে তার জনপ্রিয়তার কারণ-

১. উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্রকে তিনি উচ্চ অভিজাত ভূমি থেকে বাস্তব সাধারণ মানুষের জীবনে নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।
২. উপন্যাসিকের নির্মোহতা নয় বরং হৃদয়ের প্রতি সহানুভূতি দিয়েই শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে দেখতে চেয়েছেন।
৩. এই সহানুভূতির কারণেই আবার তাঁর উপন্যাসে বাস্তবতা পাশাপাশি আইডিয়াল স্থান পেয়ে গেছে।
৪. উপন্যাসের আঙ্গিকে এবং নায়ক ভাবনাতে তিনি অভিনবত্ব এনেছেন।নায়ক এর একক প্রধানমন্ত্রী কে তার উপন্যাস পড়ে গেছে অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসে সক্রিয় নায়েকের বদলে আমরা পাই দ্রষ্টা নায়ক কে।আবার এই কারণেই তার অনেক উপন্যাস আঁটোসাঁটো বাঁধন কে ছাড়িয়ে শিথিল বদ্ধ টুকরো ছবির মত হয়ে উঠেছে। এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ "শ্রীকান্ত" উপন্যাসটি।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ধারা পূর্বতন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারা থেকে অনেকটা সরে এসেছিল। কিন্তু এ সরে আসা সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি উত্তরসূরিদের চোখে। সাধারণ বাস্তবকে তিনি উপন্যাসে আনলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতার আশা করে তার উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়া। কারণ আবেগ সহানুভূতির আতিশয্যে এর কারণে তিনি সেই বাস্তবতার মধ্যে নিহিত থাকতে দেখেন রোমান্টিক ভাবুলতাকে । এখানেই বাংলা উপন্যাসে ধারায় কোশ্চন এর সীমাবদ্ধতা। পরিশেষে বলা যায় বাংলা উপন্যাসের সহজ সরল পল্লী জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব চিত্র উদঘাটনে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

সমাপ্ত